সর্বহারার
মহান নেতা
কমরেড
শিবদাস ঘোষ

প্রকাশকের কথা

সর্বহারার মহান নেতা, আমাদের শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক এবং দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের অকাল বিয়োগের পর দলের বাংলা মুখপত্র 'গণদাবী'র একটি স্মরণ সংখ্যা ১৯শে আগস্ট ১৯৭৬ তারিখে প্রকাশিত হয়। এই স্মরণ সংখ্যায় অগণিত মানুষের অনুরোধে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বিশাল, গৌরবোজ্জ্বল এবং সংগ্রামবহুল বিপ্লবী জীবনের অতি সামান্য কয়েকটি দিক, তাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়, যাকে কোনমতেই জীবনী বলা চলেনা। তাঁর মহান বিপ্লবী জীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হচ্ছে ভারতের সত্যিকারের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী আন্দোলন তথা এদেশের একমাত্র সর্বহারাশ্রেণীর দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর গঠন এবং বিকাশের ইতিহাস, যা স্বভাবতই এত অল্প সময়ের মধ্যে রচনা করা কোনমতেই সম্ভব নয়।

স্মরণসংখ্যা নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার পরেও বিভিন্ন মহল থেকে চাহিদা আসতে থাকায় লেখাটি পুনরায় পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হল। একই সাথে প্রয়াত মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কেন্দ্রীয় কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাও দেওয়া হল। বইটির পঞ্চম সংস্করণে মূল লেখাটির কোন কোন জায়গায় খুবই সামান্য কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল। বর্তমান সংখ্যাটি বইটির দ্বাদশ সংস্করণ।

এস ইউ সি আই (সি) অফিস
৪৮, লেনিন সরণী
কলকাতা ৭০০০১৩
৫ আগস্ট, ২০১৪

মানিক মুখার্জী

কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ

(আমাদের দল সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেণ্টার অফ ইণ্ডিয়ার প্রিয় নেতা, শিক্ষক, পথপ্রদর্শক ও সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ গত ৫ আগস্ট, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৭-৩০ টায় কলকাতায় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিউনে গুরুতর হৃদরোগে (মায়োকারডিয়াল ইনফার্কশন) আকস্মিক আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বৎসর।

তাঁর আকস্মিক ও অকাল মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দলের কেন্দ্রীয় কমিটি মহান প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ জানিয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করে।)

আমাদের প্রিয় নেতা, শিক্ষক, পথপ্রদর্শক ও আমাদের দল সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেণ্টার অফ ইন্ডিয়া'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের আকস্মিক ও অকাল মৃত্যুতে কেন্দ্রীয় কমিটি গভীর শোক প্রকাশ করছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ ছিলেন এ যুগের অন্যতম অগ্রণী মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক। তিনি ভারতের মাটিতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে বিশেষীকৃত করেন এবং লেনিন নির্ধারিত 'সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবে'র যুগের বর্তমান স্তরে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের বহু বিষয়কে বিকশিত, সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করেন এবং অন্য বহু বিষয়কে এক নতুন ও উন্নত স্তরে পৌঁছে দেন। শুধুমাত্র রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, এমনকি জীবন ও জ্ঞানজগতের সর্বস্তরকে ব্যাপ্ত করে, যথা বিজ্ঞান ও দর্শন, নীতি-নৈতিকতা, সংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি সর্ববিষয়ে লেনিন পরবর্তী সময়ে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেই সমস্ত সমস্যাগুলোকে ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে তিনি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের এক নতুন ও সুনির্দিষ্ট বিশেষ উপলব্ধি গড়ে তোলেন। ফলে, আমাদের সকলের কর্তব্য হবে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার গভীর অনুশীলন করা, যা নাহলে বর্তমান যুগের এই স্তরে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ সম্পর্কিত ধারণা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

একটি সঠিক সর্বহারা বিপ্লবী দলের অনুপস্থিতিজনিত পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের বিপ্লবের প্রয়োজনকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করে তিনি এদেশের মাটিতে একটি সঠিক সাম্যবাদী দল গড়ে তোলার ঐতিহাসিক দায়িত্বভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, যার সাথে সর্বপ্রকার শোষণ-নিপীড়নের হাত থেকে জনতার মুক্তির প্রশ্নটি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কমরেড শিবদাস ঘোষ এই দল গঠনের প্রক্রিয়াতেই কোটি কোটি শোষিত মানুষের মহান নেতা হিসাবে ঐতিহাসিকভাবে আবির্ভূত হলেন। আমাদের দেশে একটি সত্যিকারের সাম্যবাদী দল গড়ে তোলার এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্ক্সবাদী পার্টি গঠনের লেনিনীয় তত্ত্বটিকে আরও সমৃদ্ধিশালী এবং এক নতুন ও উন্নত স্তরে পৌঁছে দেন ও দেখান যে, জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার পথে আদর্শগত কেন্দ্রিকতা গড়ে উঠলেই কেবলমাত্র সাংগঠনিক কেন্দ্রিকতা গড়ে তোলা সম্ভব এবং একমাত্র এই পর্যায়েই পার্টিটি organic whole-এ পরিণত হয়। তাঁর মধ্যেই দলের যৌথ নেতৃত্বের ব্যক্তিকৃত ও বিশেষীকৃত রূপটি মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনে আদর্শগত ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের অসামান্য অবদান তাঁকে এক বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতারূপে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। আধুনিক সংশোধনবাদ ও সংস্কারবাদই যে বর্তমান বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সামনে প্রধান বিপদ — এটা তিনিই প্রথম দেখান এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঠিক পথও তিনিই নির্দেশ করেন। বুর্জোয়া দর্শনের বিভিন্ন ধারা, বিশেষ করে তার আধুনিকতম রূপগুলি যে সমস্ত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলেছে, তার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামে তাঁর যুগান্তকারী অবদান শুধু আমাদের দেশের বিপ্লবী আন্দোলনেই নয়, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনেও পথ দেখাবে।

অর্থনীতিবাদ, সুবিধাবাদ এবং সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির বিভিন্ন ধারা, যা আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলনের গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে, তার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শ্রমিক আন্দোলনকে তিনি এক নতুন ও সঠিক খাতে প্রবাহিত করেন। অগণিত শোষিত মানুষের সামনে তিনি এই শিক্ষাই তুলে ধরেন যে, সর্বহারাশ্রেণীর সঠিক মূল রাজনৈতিক লাইনের প্রতি সর্বদা অবিচল থেকে জনতার নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে না পারলে শোষিত জনগণের বাঞ্ছিত মুক্তি অর্জন কখনই সম্ভব নয়। কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের মহত্ত্বকে তিনি প্রতিমুহূর্তেই ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন এবং দেখিয়েছেন, যে কোন উচ্চ আদর্শের মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার উন্নত নীতি-নৈতিকতা ও রুচি-সংস্কৃতিগত মানের মধ্যে। সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতির চর্চা এবং বিকাশের সংগ্রামটি কমিউনিস্ট নীতি-নৈতিকতার উন্নত আধারের ওপর গড়ে তুলতে তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। কোন বিপদেই ভীত না হতে, বরং সমস্ত বিরুদ্ধ পরিস্থিতি ও শক্তিকে বিপ্লবী তেজ ও দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করার মধ্য দিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতিকে অনুকূল পরিস্থিতিতে রূপান্তরিত করার শিক্ষাও তিনি আমাদের দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় কমিটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিটি প্রশ্নে তাঁর সঠিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বহু যুগ

ধরে সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনে অমূল্য পথনির্দেশ হিসাবে কাজ করবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সুদৃঢ় অভিমত এই যে, জ্ঞানতত্ত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর বহু অবদান মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে নিশ্চিতরূপে নতুন সংযোজন। কেন্দ্রীয় কমিটি এ বিষয়ে সুনিশ্চিত যে, আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের — দল, শ্রেণী ও বিপ্লবের সাথে নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে দেওয়ার (identification) অনন্যসাধারণ বিপ্লবী চরিত্রের মহান দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে দলের সমস্ত নেতা, কর্মী, সমর্থক ও দরদী বিপ্লবী সংগ্রামে নিজেদের আরও বেশি করে নিয়োজিত করবেন এবং মহান নেতা শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষের নিজের হাতে গড়া পার্টিটির সাথে উত্তরোত্তর নিজেদের বিলীন করার সংগ্রামে এগিয়ে আসবেন।

এই বিরাট ক্ষতির মুহূর্তে তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমরা আমাদের হৃদয়ের গভীর বেদনাকে সুদৃঢ় সংকল্প, সাহস এবং বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখিনতায় রূপান্তরিত করার শপথ গ্রহণ করছি। আমরা অঙ্গীকার করছি, 'এক মানুষ'-এর (one man) মত দাঁড়িয়ে তাঁর অভাব পূরণের কঠোর সংগ্রামে আমরা ব্রতী হব। তাঁর শিক্ষা এবং চিন্তার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন এবং নিরন্তর থাকবেন। যে আরব্ধ কাজ সমাধা করার নির্দেশ তিনি রেখে গেছেন, সেই মহান দায়িত্ব পালন করতে যে অগণিত বিপ্লবীরা এগিয়ে আসবেন তাদের কাছে কমরেড শিবদাস ঘোষ এই নাম এবং তাঁর শিক্ষা প্রোজ্জ্বল আলোকবর্তিকা ও জীবন্ত প্রেরণার উৎস হিসাবে নিয়ত বিরাজ করবে। আসুন কমরেড, আমরা তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত অসংখ্য বিপ্লবী কর্মী ও অনুরাগী প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে বিপ্লব এবং সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের মহান পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরি।

প্রয়াত মহান নেতা, আমাদের শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় কেন্দ্রীয় কমিটি রক্তপতাকা অর্ধনমিত করছে এবং তাঁকে লাল সেলাম জানাচ্ছে।

সোসালিস্ট ইউনিটি সেণ্টার অফ ইণ্ডিয়া

কেন্দ্রীয় কমিটি

৬ আগস্ট, ১৯৭৬

৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩

সর্বহারার মহান নেতা

কমরেড শিবদাস ঘোষ

অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবনাবসানের মধ্য দিয়ে বিশ্ব সর্বহারাশ্রেণী এ যুগে তাদের একজন মহান নেতাকে হারাল। সমস্ত প্রকার বিচ্যুতি ও বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করে এবং বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিভিন্ন ধারাগুলির বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম পরিচালনা করে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের মহান পতাকাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ঊর্ধ্বে বহন করে নিয়ে গেছেন।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামে এমন কোন সমস্যা ছিলনা, যা তাঁর প্রজ্ঞাদীপ্ত জ্ঞান আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি। বিজ্ঞান ও দর্শন থেকে শুরু করে জীবনের সর্বদিক পরিব্যাপ্ত করে জ্ঞানজগতের এমন কোন শাখা ছিলনা, যেখানে তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেননি। লেনিন পরবর্তীকালে নতুন নতুন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের উপলব্ধিকে তিনি অধিকতর বিকশিত, সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত করেছেন, মার্ক্সবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে বহু নতুন সংযোজন করেছেন এবং তাকে এক উন্নত স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। বর্তমান যুগে বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবের তিনি মূর্ত প্রতীক ছিলেন।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান এবং পুরোপুরি জীবনদর্শন হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং তাকে guide to action হিসাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজীবন তিনি অনুশীলন করে গিয়েছেন। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে জীবনের সর্বস্তরে প্রয়োগের এই সচেতন ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের দ্বারা তিনি যে সুবিশাল জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন এবং বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বহারা রুচি ও সংস্কৃতির যে সর্বোচ্চ শিখরে তিনি পৌঁছেছিলেন, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জ্ঞান ও বিপ্লবী চরিত্রের অধিকারী হয়ে তাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করাই অসম্ভব, আরও দুরূহ হচ্ছে উপলব্ধি যতটুকু তাকে ঠিক ঠিক ভাবে ভাষায় রূপায়িত করা। তবুও অগণিত সংগ্রামী মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতি মর্যাদা দেখিয়ে স্বল্প পরিসরে তাঁর সুমহান বিপ্লবী জীবন ও চরিত্রের অতি সামান্য কিছু দিক অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি এটা জেনেই যে, তাঁর বিরাট চরিত্র ও শিক্ষা সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তিসংগ্রামে যেমন নিরন্তর প্রেরণা জোগাবে, তেমনি ক্রমাগত সংগ্রামলব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর চরিত্র ও শিক্ষার ক্রমাগত উন্নততর উপলব্ধিও আমাদের মধ্যে ঘটতে থাকবে।

এদেশের সর্বহারাশ্রেণীর একমাত্র বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই-এর মধ্যে — যে দলটিকে কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন — তাঁর সমগ্র চিন্তাধারা বিশেষীকৃত রূপ পরিগ্রহ করেছে। এস ইউ সি আই-এর ইতিহাসই মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ইতিহাস। বিপ্লব, সর্বহারাশ্রেণী এবং তার বিশেষীকৃত প্রকাশ সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই-এর সাথে তাঁর নিজের সত্তা সম্পূর্ণরূপে তিনি বিলীন করে দিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন দলের অভ্যন্তরে যৌথ জ্ঞানের ব্যক্তিকৃত ও বিশেষীকৃত প্রকাশ। তিনি বলতেন, "শুধু বিপ্লব চাই — এটা কোন বিপ্লবী চেতনা নয়। তাই শ্রমিকশ্রেণী, সর্বহারার কথা আমি চিন্তা করি — এটাও কোন সর্বহারা শ্রেণী চেতনা নয়। সঠিক বিপ্লবী চেতনা হল, সঠিক সর্বহারা শ্রেণী চেতনা, আর সঠিক সর্বহারা শ্রেণী চেতনা হল সঠিক পার্টি চেতনা।"

মাত্র তেরো বছর বয়সে পরাধীনতার সুতীব্র জ্বালা বুকে বহন করে তাঁর যে বিরামহীন কঠোর সংগ্রামী জীবনের অধ্যায় শুরু হয়েছিল, সেই সংগ্রামের অভিজ্ঞতাই তাঁর মধ্যে ধীরে ধীরে এই চেতনা অংকুরিত হতে সাহায্য করেছিল। অগণিত শহিদের আত্মদানে অর্জিত স্বাধীনতার সমস্ত ফল মুষ্টিমেয় শোষক পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে চলে যাচ্ছে দেখে তাঁর অন্তর থেকে উত্থিত তীব্র বেদনা আর সংগ্রামলব্ধ অভিজ্ঞতা মিলে তাঁকে এই সত্যোপলব্ধির দরজায় পৌঁছে দিয়েছিল যে, শোষিতশ্রেণীর মুক্তি শোষিতশ্রেণীর সত্যিকারের দল ব্যতিরেকে কোনমতেই অর্জিত হতে পারেনা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন গণআন্দোলনের সামনেও এই কথাটা তিনি বারবার তুলে ধরেছেন। বলেছেন, "সমাজে শ্রমিক-চাষি-শোষিত মানুষের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে বিপ্লব বার বার গমকে গমকে আসতে চাইবে, গমকে গমকে ফেটে পড়তে চাইবে, সমাজ অভ্যন্তরের দ্বন্দ্ব ফুলে উঠে বারবার বলতে চাইবে — এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই ;মানুষের মগজের কাছে, মানুষের কাছে আবেদন করতে চাইবে — বিপ্লব আমি চাই। কিন্তু, বিপ্লব ততদিন হবেনা, বারবার সে ফিরে যাবে, বিপথগামী হয়ে ফিরে যাবে, বারবার তার দ্বারা প্রতিক্রিয়া লাভবান হবে — বিপ্লব হবে না, যতদিন না বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার উপযুক্ত শক্তি নিয়ে বিপ্লবী পার্টির আবির্ভাব হবে।" স্বাধীনতা সংগ্রামের

মধ্যে তাঁর সেই সময়ের চেতনার মাপকাঠিতে এই সত্য যতটুকু উপলব্ধির কাঠামো নিয়ে তাঁর মধ্যে প্রতিভাত হয়েছিল, তার ভিত্তিতে পরিচালিত নিরবচ্ছিন্ন জীবনসংগ্রামের জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতাই পরবর্তীকালে এদেশে সত্যিকারের শ্রমিকশ্রেণীর দল এস ইউ সি আই গড়ে তোলার মধ্যে বাস্তব এবং পরিণত রূপ পরিগ্রহ করে।

জনগণের প্রতি ছিল তাঁর অফুরন্ত ভালবাসা। তিনি বলতেন, কমিউনিস্টদের জনগণের প্রতি ভালবাসার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নেই। আর বলতেন, অত্যন্ত প্রিয়জনকেও কমিউনিস্টদের আলাদা করে ভালবাসার কিছু নেই। জনগণকে ভালবাসার মধ্যেই তাঁদের প্রিয়জনের প্রতি যথার্থ ভালবাসার প্রশ্নটি নিহিত। সর্বহারাশ্রেণীর প্রতি তাঁর এই অফুরন্ত ভালবাসাই তাঁর স্নেহ, মায়া, মমতা, দরদবোধের নিবিড় ও সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে ব্যক্তিবোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে বিপ্লবের সাথে একাত্ম করে দিয়েছিল। দলের একেবারে সাধারণ স্তরের কর্মী থেকে সাধারণ চাষি-মজুর সকলের প্রতিই তাঁর ছিল গভীর ভালবাসা। তাঁর দ্বার ছিল সকলের কাছে সম্পূর্ণ অবারিত। একেবারে সাধারণ চাষি কর্মী থেকে শুরু করে কত কর্মীই কত সমস্যা নিয়ে প্রতিদিন তাঁর কাছে গিয়েছে। দিনের পর দিন ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি তাদের কথা শুনেছেন, আলোচনা করেছেন। কমরেডদের খুঁটিনাটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে যেমন তিনি সঠিক পথ দেখাতেন, আবার গভীর স্নেহের পরশে প্রতিটি কমরেডের মনের সমস্ত গ্লানি তিনি নিমেষে দূর করে দিতেন।

তাঁর এই ভালোবাসার প্রকৃতিই ছিল আলাদা। তাঁর প্রত্যেকটি ভালবাসার ছোঁয়া মানুষকে একটা ভিন্ন জাতের বিপ্লবীতে রূপান্তরিত করত, রুচি-সংস্কৃতির একটা ভিন্ন পর্দা গড়ে দিত। দলের কর্মীদের প্রতি তিনি তাঁর বুকভরা ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছিলেন। সে ভালবাসার গভীরতা এবং ব্যাপকতা যে কী, যারা না জেনেছে তাদের বুঝবার উপায় নেই। তিনি বলতেন, কমিউনিস্টদের স্নেহ, প্রীতি, মায়া, মমতা, ভালবাসা সবই চাই, কিন্তু বিপ্লবী জীবনের বাইরে এগুলো পাওয়ার কোন অর্থ বিপ্লবীদের কাছে নেই। তিনি কতবার বলেছেন, এই বিপ্লবী জীবনের মধ্যে জনসাধারণ ও দলের কর্মীদের কাছ থেকে যে ভালবাসা আমি পেয়েছি তার তুলনা নেই।

মানুষের সূক্ষ্ম মূল্যবোধগুলোর প্রতি ছিল তাঁর গভীর আকর্ষণ। যে মানুষের মধ্যেই সামান্যতম সূক্ষ্ম মূল্যবোধের পরিচয় তিনি পেয়েছেন, নানা বিরুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে অতি সযত্নে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। আবার কারোর মধ্যে এক দিনের গড়ে-ওঠা উচ্চ মূল্যবোধও কোন কারণে নষ্ট হয়ে যেতে দেখলে অন্তর তাঁর গভীর ব্যথায় পূর্ণ হয়ে উঠত। তার জন্য কি কষ্টই তিনি পেতেন ! মানুষের মূল্যবোধের প্রতি তাঁর এই গভীর আকর্ষণের জন্যই কত কর্মীর কত অপরাধ দূর করার প্রচেষ্টার সাথে সাথে কি সযত্ন সহানুভূতিই না তিনি তাদের দেখিয়েছেন। এমনকি যারা তাঁর বিরুদ্ধতাও করেছে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যেও তাদের গুণগুলোকে সর্বদাই উচ্চে তুলে ধরতে তিনি কখনও ভুল করেননি। কারোর ভুলত্রুটি নিয়ে আলোচনার সময়েও অত্যন্ত উন্নত ও সূক্ষ্ম রুচিবোধের পরিচয় তিনি দিয়েছেন। বলতেন, কারোর কোন আচরণের বিরুদ্ধে সমালোচনার সময় নিজেকে আগে তার জায়গায় রেখে তার বিচার বা সমালোচনা করতে হয়। না হলে আলোচনার ধারা কখনও 'ইমপারসোনাল' বা নৈর্ব্যক্তিক হয় না। বলতেন, সব মানুষই দোষেগুণে মানুষ। ফলে মানুষের দোষগুলিকে দূর করে তার গুণগুলিকে যদি বিকশিত করতে হয়, তাহলে তার দোষগুলি না খুঁচিয়ে তার গুণগুলিকে ক্রমাগত উৎসাহিত করতে হয়। এই পথেই সেই ব্যক্তির গুণাবলী বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমে ক্রমে তার দোষগুলি দূর হয়ে যায়। কর্মীদের তিনি বারবার বলেছেন, "বিপ্লবীদের কাছে সমালোচনার পদ্ধতি হচ্ছে প্রথমে আত্মসমালোচনা ও পরে অন্যদের সমালোচনা। আত্মসমালোচনার মনোভাবকে ভিত্তি করে সমালোচনা চালাতে পারলে তবেই বিপ্লবের অনুকূলে তার যথার্থ কার্যকারিতা রয়েছে।" আর বলতেন, "কোন সমালোচকই সে বাইরের লোক হোক, বা দলের লোক হোক, বা শত্রুপক্ষের লোক হোক, আমরা মনে করি সে আমাদের শিক্ষক।"

অতীতের বড় মানুষদের তিনি গভীর শ্রদ্ধা করতেন এবং কর্মীদেরও শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছিলেন। জাতি যে এঁদের ভুলে যাচ্ছে এবং এঁরা যে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন, এসব কথা বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসত। বলতেন, "এদের বিস্মৃত হওয়ার ফলেই আজকের দিনের রাজনৈতিক আন্দোলন, গণআন্দোলন, সাহিত্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে নীতিনৈতিকতা, রুচি-সংস্কৃতির উঁচু মানটা নেমে গিয়েছে। যে উঁচু মানটা একসময় গড়ে উঠেছিল তা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। ফলে আমরা ছিন্নমূল হয়ে গিয়েছি। সংস্কৃতির যে উচ্চ আধারটা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে তৈরি হয়েছিল, আমরা তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছি না। বড় কথাগুলি আমরা বিশ্বের থেকে আহরণ করেছি। কিন্তু, দেশের মাটিতে গড়ে ওঠা উচ্চ সংস্কৃতির সুরের সঙ্গে আমরা যেন যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছি। সেই যোগসূত্রটি গড়ে তুলতে হবে।" বলতেন, আমরা কমিউনিস্টরা আকাশ থেকে পড়িনি। এদেশের সংস্কৃতির বিকাশ এবং সমাজ অগ্রগতির আন্দোলনের ধারা-বাহিকতাতেই আমরা এসেছি। অতীত যুগের মনীষীদের সাথে আজ চিন্তার বিরোধ থাকলেও আজকের যুগের বিপ্লবীরাই হচ্ছে তাদের সার্থক উত্তরাধিকারী। তাদের যথার্থ মূল্যায়নের পথেই তাদের ধারাবাহিকতাতেই তার সাথে ছেদ ঘটিয়ে আজকের উন্নত সর্বহারাশ্রেণী চেতনার ওপর আজকের বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠবে।

সমাজের সর্বস্তরে, এমনকি গণআন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবনের অভ্যন্তরেও যেভাবে ন্যায়নীতিবোধ, উন্নত রুচি ও সূক্ষ্ম মূল্যবোধগুলো মরে যাচ্ছে তা দেখে তিনি খুবই উদ্বেগ বোধ করতেন, ব্যথা পেতেন। বলতেন,

"একটা জাতি না খেতে পেলেও উঠে দাঁড়ায় যদি তার মনুষ্যত্ব থাকে। মনুষ্যত্ব চলে গেলে সে জাতির আর কিছুই থাকেনা।" বলতেন, "আজকের দিনের ভারতবর্ষের গণআন্দোলনের স্তরে স্তরে যে নীতিনৈতিকতা নেই — এ সত্য আমি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করছি। ... এর নীতিনৈতিকতা, সংস্কৃতির সুর এবং আধার ধ্বসে গিয়েছে।" "কোন আন্দোলনই তো শুধুমাত্র বুদ্ধির কারবার নয় — বুদ্ধি এবং হৃদয়বৃত্তির কারবার। বিপ্লবটাও তাই। চিন্তা এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে হৃদয়বৃত্তির আধারটা নিচুস্তরে নেমে থাকলে তো ব্যবধান হয়ে যাবে। তাহলে আন্দোলন এবং চিন্তাও শেষপর্যন্ত বিপথগামী হবে। ফলে পথ পাওয়া যাবে না।" "তাই আজ শুধু শ্লোগান সর্বস্ব আন্দোলন হচ্ছে। ফলে, বারবার গমকে গমকে ফুলে ফুলে আসছে আন্দোলন — 'পরিবর্তন চাই, বিপ্লব চাই' বলে। মানুষ মরছে, যুবকরা মরছে, কিন্তু বিপ্লব হচ্ছে না, পরিবর্তন আসছে না।" তিনি বলতেন, "এইরকম বিচ্ছিন্ন একান্তভাবে রুচি-সংস্কৃতি বহির্ভূত আন্দোলনে শুধু লড়াই করলে, প্রাণ দিলে তার দ্বারা পরিবর্তন আসেনা। সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যের ভিত্তিতে, নীতিভিত্তিক আন্দোলন হলে তবেই জাতির মেরুদণ্ড খাড়া হবে।"

জনগণের সংগ্রামকে সর্বহারাশ্রেণীর উন্নত সংস্কৃতির আধারের ওপর গড়ে তুলতে তিনি কর্মীদের বারবার নির্দেশ দিয়েছেন। বলতেন, "কোন একটি পার্টি আদর্শের বড় বড় কথা বলছে কিনা, সেটা বড় কথা নয়। তাদের আদর্শ সত্যিই বড় কিনা, তার একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে তাদের নেতা, কর্মী ও সমর্থকবৃন্দ ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিদিনের ব্যবহারে ও রাজনৈতিক আচার-আচরণে উন্নত রুচি ও সংস্কৃতির মান প্রতিফলিত করছেন কিনা।" এদেশের তথাকথিত কমিউনিস্টদের মধ্যে যারা নীতিনৈতিকতার প্রশ্নটিকে বুর্জোয়া সংস্কার বলে অভিহিত করেন, তাদের এই ধারণার বিরুদ্ধে তিনি বলতেন, কমিউনিস্ট আদর্শের মধ্যে যদি উন্নত সংস্কৃতির সন্ধান আমি না পেতাম, তাহলে আমি কোনদিন কমিউনিস্টই হতাম না। বলতেন, "যে কোন বড় আদর্শের মর্মবস্তু তার সংস্কৃতিগত ও রুচিগত মানের মধ্যে নিহিত থাকে। মার্কসবাদ একটি মহান বিপ্লবী আদর্শ। ফলে এই মহত্তম বিপ্লবী আদর্শেরও মর্মবস্তু এবং প্রাণসত্তা নিহিত রয়েছে তার সংস্কৃতিগত মান এবং নৈতিক মানের মধ্যে।" বলতেন, "কারোর মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যথার্থ উপলব্ধি ঘটেছে কিনা, তা বুঝবার উপায় হল, সে মানুষটির জীবনে রুচি-সংস্কৃতির উচ্চ মান প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা।" আর বলতেন, "বিপ্লবী রাজনীতি সর্বাপেক্ষা উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। যথার্থ ভালবাসার জন্য যে হৃদয়ের ঔদার্য, আবেগ, দরদ, মমত্ব ও জ্ঞানের প্রয়োজন তা একমাত্র সর্বহারা বিপ্লবকে ভিত্তি করেই এ যুগে গড়ে ওঠে।"

দলের অন্যান্য নেতা ও কর্মীদের সাথে একত্রে 'কমিউনে' থাকার (জীবনযাপন করা) মধ্য দিয়ে সাম্যবাদী আন্দোলনে কমিউন জীবন পরিচালনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন এবং আজকের যুগে কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের এক নতুন ও অত্যন্ত উন্নত ধারণা তুলে ধরেছেন। দল গঠনের সময় থেকে যে কমিউন তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সেখানে থেকে দলের নেতা ও কর্মীদের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষা দিয়ে উন্নততর রাজনৈতিক চেতনা ও রুচি-সংস্কৃতির মান অর্জনে তিনি সাহায্য করে গেছেন। কমিউনের প্রতিটি কমরেডের খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়ের প্রতি নজর রাখা, অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তাদের ত্রুটিগুলিকে দূর করার প্রচেষ্টা, সমস্ত বিষয়ে তাঁর 'ইমপারসোনাল' দৃষ্টিভঙ্গি , তাঁর রুচি-সংস্কৃতির অত্যন্ত উন্নত মান কর্মীদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনার এক উন্নত ধারণা গড়ে দিয়েছে। সর্বহারাশ্রেণীর উন্নত রুচি ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে কর্মীদের বিপ্লবী চরিত্র গড়ে তোলার জন্য দলের অভ্যন্তরে তিনি নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। শিল্পী যেমন নিবিড় সাধনার দ্বারা যন্ত্রের তারগুলোকে এক সুরে বেঁধে দেয়, তেমনি দলের কর্মীদের রুচি-সংস্কৃতির পর্দাটিও এইভাবে তিনি এক উন্নত সুরে বেঁধে দিয়েছিলেন। এস ইউ সি আই কর্মীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ও অপেক্ষাকৃত উন্নত রুচির প্রতিফলন দেখে সমস্ত স্তরের জনসাধারণ যে বিস্মিত হয়ে যান, তার মূল রহস্যটি এখানেই নিহিত।

তাঁর সমগ্র জীবন ছিল সত্যকে জানবার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের পথে ক্রমাগত উন্নত থেকে উন্নততর বিপ্লবী জীবনে উন্নীত হওয়ার সংগ্রাম। জনগণের মুক্তি সংগ্রামকে গড়ে তুলতে গিয়ে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় বিন্দু বিন্দু সত্য আহরণ করে নিজের মধ্যে তিনি জ্ঞানসমুদ্র সৃষ্টি করেছিলেন। আর সেই বিরাট জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছিলেন কর্মীদের। বলতেন, কমিউনিস্টদের সংগ্রাম সত্য সাধনার সংগ্রাম। বলতেন, এ যুগে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সত্যকে জানবার সবচাইতে বেশি প্রয়োজন সর্বহারাশ্রেণীর। আর বলতেন, সত্য জানতে হলে আজ যুক্তির কাঠামোতে যা তোমাদের কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে, জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের সাথে নিজেদের প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করে সাহসের সাথে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই সত্য প্রয়োগের জন্য আপসহীন সংগ্রাম তোমাদের করতে হবে। আর এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত যে বৃহত্তর সত্যের উপলব্ধি তোমাদের মধ্যে ঘটতে থাকবে, তার ভিত্তিতে জীবনকেও যদি ক্রমাগত পরিবর্তিত করতে পার, তাহলেই একমাত্র সত্যকে তোমরা ধরতে সক্ষম হবে। আর বলতেন, সত্য জানতে হলে এমনকি অজ্ঞ লোকের কাছ থেকেও শেখবার মনটি তোমাদের সর্বদাই খোলা রাখতে হবে।

জনগণের সংগ্রাম এবং সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিছক জ্ঞান আহরণের জন্য বই পড়ার চর্চা কখনও তাঁর ছিল না। সেইজন্য তাঁর বিরাট কর্মময় জীবনে ঘরে বসে জ্ঞানতত্ত্বের বই পড়তে তাঁকে প্রায় কেউ দেখেইনি বলা চলে। অথচ, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সঙ্গীত, মনস্তত্ব প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ের ওপর তাঁর অসাধারণ জ্ঞান সকলকেই বিস্ময়ে হতচকিত করেছে। তাঁর এই জানবার প্রকৃতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। জনগণের মুক্তি আন্দোলনকে সংগঠিত করার মধ্যে যেমন যেমন সমস্যা তাঁর সামনে দেখা দিয়েছে, সেগুলোকে সংগ্রামলব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি যেমন সমাধান করার চেষ্টা করেছেন, সাথে সাথে আলোচনা করে হোক্,

বই পড়ে হোক্, সেই বিশেষ সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়টিকে নানান দিক থেকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন, আর তার মধ্য দিয়ে যে সত্য তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছে জীবনে তাকে নিরলস প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তার উপলব্ধিকে ক্রমাগত উন্নত করেছেন। এইভাবে ক্রমাগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর থেকে বৃহত্তর সত্যোপলব্ধিতে তিনি উপনীত হয়েছেন। সেইজন্য সত্য তাঁর কাছে সর্বদাই এত সহজরূপে প্রতিভাত হয়েছে এবং এত সহজে তিনি তা প্রকাশ করতে পারতেন। কর্মীদের বিপ্লবী চেতনা ও চরিত্রের মানকে উন্নত করার জন্য তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ওপর যে অসংখ্য ক্লাস নিয়েছেন, সেই সমস্ত ক্লাসে উপস্থিত থাকবার সুযোগ যাঁদের ঘটেছে, তাঁরাই দেখেছেন মার্কসবাদী দর্শনের অতি জটিল ও সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলিকে বুদ্ধিজীবীদের কাছে তো বটেই, একেবারে অজ্ঞ চাষি ও মজুরের কাছেও তাদের বুঝবার মত করে কত সহজে তিনি উপস্থাপিত করতেন।

তিনি কর্মীদের বলতেন, কমিউনিস্টদের কাছে অসম্ভব বলে কোন জিনিস নেই। একবার জেলের অভ্যন্তরে তাঁর এ বক্তব্যের অভ্রান্ততা প্রমাণ করার জন্য একজনের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ হিসাবে তিনি নিজে নিজে সেতার শিখতে আরম্ভ করেন এবং অল্প কিছুদিন বাদেই জেলের অভ্যন্তরে একটা অনুষ্ঠানে সেতারে নিখুঁতভাবে একটা গৎ বাজিয়ে সকলকে বিস্মিত করে দেন। তারপর থেকে আর কোনদিন সেতারে হাত দেননি। যে কোনও কাজ অত্যন্ত নিখুঁত ও সুন্দরভাবে করার তাঁর একটা অদ্ভুত গুণ ছিল। তিনি বলতেন, যত নগণ্য কাজই হোক্ না কেন, নতুন কিছু সৃষ্টি করার মানসিকতা নিয়ে নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করবে। আর বলতেন, কোন কাজকেই বিপ্লবীরা তুচ্ছ মনে করেনা। তুচ্ছ ভেবে কোন কাজ গুরুত্ব দিয়ে না করলে কাজটাই যে শুধু নষ্ট হয় তা নয়, তা চিন্তার 'মেথড্'-এ integration ঘটাতেও বাধা সৃষ্টি করে।

সত্য উপলব্ধি এবং তা আপসহীন প্রয়োগের মধ্যে তাঁর জীবনে কোন ফাঁক ছিলনা। এই সত্য উপলব্ধি জীবনে তাঁকে যা করতে বলেছে, পাহাড় প্রমাণ প্রতিকূল পরিস্থিতিও সেখান থেকে তাঁকে ফেরাতে পারেনি। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে যে মুহূর্তে তাঁর সত্যোপলব্ধিতে ধরা পড়েছিল, এদেশে সর্বহারাশ্রেণীর একটি সত্যিকারের বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলা ছাড়া সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তির অন্য কোন পথ খোলা নেই, সেই মুহূর্ত থেকেই তিনি নতুন করে একটি সত্যিকারের শ্রমিকশ্রেণীর দল গঠনে ব্রতী হয়েছিলেন। কোন বাধা, কোন বিপত্তি, কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিই তাঁকে তাঁর এই সত্যোপলব্ধিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার পথ থেকে ফেরাতে পারেনি। সেদিন এক মুহূর্তের জন্যও এই দল গড়ে তুলতে পারবেন কি পারবেন না, তা নিয়ে তিনি ভাবতে বসেন নি। বিস্ময়ে অবাক হতে হয়, বিপ্লবী চরিত্রের কি সুদৃঢ় কাঠামো থাকলে — যাকে আমরা tenacity of purpose বা revolutionary audacity বলি — মাত্র কুড়ি বছর বয়সে কল্পনাতীত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই দল গঠনে সেদিন এগিয়ে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

সত্যকে জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই অবিচল নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা ছোট বয়স থেকেই তাঁর চরিত্রে গড়ে উঠেছিল। মাত্র তেরো বছর বয়সে, কৈশোরও তখন ভাল করে শুরু হয়নি, তাঁর তখনকার উপলব্ধি অনুযায়ী যেদিন বুঝেছিলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সঙ্গেই সমাজের অগ্রগতির প্রশ্নটি জড়িত রয়েছে, সেদিনও সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর এক মুহূর্ত সময় লাগেনি। ঘর, বাড়ি, পড়াশুনা, কেরিয়ার সমস্ত পরিত্যাগ করে বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির ডাকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেদিন বাবা-মার চোখের জলে, সমাজের কোটি কোটি বঞ্চিত নিপীড়িত বাবা-মার বেদনার্ত অশ্রুই তিনি দেখেছিলেন এবং সেই বেদনাই তাঁকে তাঁর জীবনে যে কর্তব্য নির্দেশ করে দিয়েছিল, সেটা বুঝতে তিনি ভুল করেননি। পূর্ব বাংলার এক অতি দরিদ্র নিম্নমধ্যবিত্ত পিতার তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠপুত্র। স্কুলে ভাল ছাত্র ছিলেন। তাঁকে ঘিরে বাবা-মার কত আশা গড়ে উঠেছিল। বাবা-মার প্রতিও কী অসীম ভালবাসাই না তাঁর ছিল। এমনিতে ছোটবেলার পারিবারিক জীবনের কাহিনী তিনি কখনই বলতেন না। কিন্তু কোন প্রসঙ্গে বাবার কথা উঠলেই দেখেছি আবেগে তাঁর গলা রুদ্ধ হয়ে যেত। বাবা-মার প্রতি এই গভীর ভালবাসাই তাঁর অন্তর মথিত করে জনগণের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসায় রূপ নিয়েছিল।

সত্যোপলব্ধিকে জীবনে অবিচলভাবে প্রয়োগ করার এই সংগ্রামই তাঁকে এমন বিরাট মানুষে পরিণত করেছিল। উদ্দেশ্যের প্রতি অটল ও অবিচল থেকেও কোন অবস্থাতেই অন্ধ আনুগত্যকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। কোন বিষয় গ্রহণ করার আগে তিনি সংগ্রামলব্ধ অভিজ্ঞতা ও যুক্তিবিজ্ঞানের আলোকে সবসময় তা বিচার করে নিতেন। তার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই পরিবেশে নেতাদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কথা যখন কল্পনায় আনাও কারোর পক্ষে অসম্ভব ছিল, তিনি নেতাদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা এবং সম্মান বজায় রেখেই বিতর্কে লিপ্ত হতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতেন না। আবার এই যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে একবার যা সত্য বলে গ্রহণ করতেন, তাকে জীবনে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রেও তিনি সমানভাবেই নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যেতেন।

পরবর্তীকালে এস ইউ সি আই-এর মধ্যেও নেতৃত্বের প্রতি কর্মীদের অন্ধ আনুগত্য যাতে কোনমতেই না গড়ে ওঠে তার জন্য সচেতন বিরামহীন সংগ্রাম তিনি পরিচালনা করেছেন। তিনি কর্মীদের বলতেন, নেতাকেও বিচার করে নিতে হবে। বলতেন, দলের অভ্যন্তরে যুক্তিতর্কের অনুশীলন বন্ধ করে দিয়ে অন্ধ আনুগত্যকে প্রশ্রয় দিতে থাকলে শুধু যে কর্মীদেরই অধঃপতন ঘটে তা নয়, একদিনের সর্বোচ্চ নেতারও অধঃপতন ঘটতে পারে। তাই তাঁর বক্তব্য ছিল, নেতাদেরও ক্রমাগত বিকাশের রাস্তায় এগোতে হলে দলের অভ্যন্তরে নিরন্তর যুক্তিতর্কের অনুশীলনকে সচেতন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বজায় রাখতে হবে। তবে এই যুক্তিতর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি বলতেন, এই যুক্তিতর্ককে সর্বদাই অহংবোধ (ego) থেকে মুক্ত হয়ে করতে হবে। এ ব্যাপারে

কর্মীদের বারবার সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেছেন, "যত ক্ষুদ্র আকারেই হোক্, কারোর মধ্যে এই অহংবোধ থেকে গেলে একদিন তার থেকেই রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, হঠকারিতা ও সংশোধনবাদের জন্ম হয়।" আরও বলতেন, বক্তব্য উপস্থাপিত করার মধ্যে ক্ষমতার তারতম্যের জন্য বিভিন্ন কর্মীর বাহ্যিক প্রকাশভঙ্গিমার মধ্যে যে তারতম্য ঘটে তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করে সর্বদাই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত যুক্তিকে গ্রহণ করতে হবে।

সমস্ত কিছুকে যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করার এবং সত্যকে জানবার ও তাকে জীবনে প্রয়োগ করার তাঁর এই চারিত্রিক গুণ এবং সংগ্রামই মার্কসবাদী দর্শনের প্রতি এবং তার দ্বন্দ্বমূলক বিচারপদ্ধতির প্রতি তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। ফলে ১৯৪০ সালে অনুশীলন সমিতি থেকে একটা গ্রুপ বেরিয়ে এসে যখন আর এস পি নামে নতুন করে একটা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল গড়ে তোলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তিনি তার সাথে যুক্ত হন। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কারারুদ্ধ করতে শুরু করে। বহু নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হন, অনেকে আত্মগোপন করেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে আসেন এবং আগস্ট আন্দোলনে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। অবশেষে ১৯৪২ সালে আত্মগোপনকালীন অবস্থায় তিনিও গ্রেপ্তার হয়ে জেলে প্রেরিত হন। দীর্ঘ তিন বৎসর কাল তিনি ব্রিটিশের কারাগারে বন্দী ছিলেন। এই জেলের অভ্যন্তরেই আর এস পি-কে মার্কসবাদী পার্টি গঠনের সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গড়ে তোলার জন্য তিনি তীব্র সংগ্রাম শুরু করেন।

ছোট বয়স থেকেই একটা মস্ত বড় মূল্যবোধের ধারণা তাঁর ছিল, তা হচ্ছে, তিনি নিজে অপরকে যা বলেছেন সর্বাগ্রে নিজের জীবনে তা প্রয়োগ করেছেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি আচরণ সেই সাক্ষ্য বহন করবে। উপবাসক্লিষ্ট অভাবগ্রস্ত বাবা-মা, স্ত্রী-পুত্র — সমস্ত সমস্যাই তাঁর জীবনে এসেছে, কিন্তু বিপ্লবের প্রতি আনুগত্যবোধ থেকে যে উপলব্ধি তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছে, সাহসের সঙ্গে আপসহীনভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের জীবনে তা প্রয়োগ করেছেন। উন্নত বিপ্লবী চেতনার ভিত্তিতে পরিচালিত নিজের এই সংগ্রামলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে আহরিত সত্যগুলিকেই তিনি পরবর্তীকালে বিপ্লবীদের আচরণবিধি হিসাবে উপস্থিত করেছেন, যা আজকের চরম প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবাদের যুগে কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের ক্ষেত্রে এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিত করেছে।

এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলটি যে একটি সত্যিকারের শ্রমিকশ্রেণীর দল হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি, এটা তাঁর ধরতে পারার বহু কারণের মধ্যে একটা অন্যতম কারণ ছিল যে, এ দলের নেতাদের ব্যক্তিগত জীবনটা কমিউনিস্টদের মত নয়। তিনি বলতেন, "এইসব নেতারা দেশের যুবক-যুবতীদের, ছাত্রদের বিপ্লবের আহ্বান দেবেন। তাদের বলবেন — লড়ো, জেলে যাও, লাঠি খাও, গুলি খাও। আর নিজের ছেলেমেয়েদের বলবেন, ভাল করে আগে লেখাপড়া শিখে মানুষ হও, তারপর যা ভাল বুঝবে করবে। তাঁরা নিজের ছেলের জন্য একটা ভাল চাকরি এবং মেয়ের জন্য ভাল পাত্র খুঁজবেন। আর দেশের ছেলেমেয়েদের বিপ্লবের জন্য লড়তে বলবেন। নেতাদের এইসব ভণ্ডামির জন্য এতবড় একটা মহান আদর্শ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার আন্দোলনের বেড়াজালেই আটকা পড়ে রইল, দেশের মানুষকে আজও বিপ্লবের প্রেরণায় তেমন করে উদ্বুদ্ধ করতে পারলনা।"

যেমন এম এন রায়ের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তিনি বলতেন, ভারতবর্ষে মার্কসবাদের তত্ত্বগত দিক যদি কেউ দেওয়ার চেষ্টা করে থাকে, তাহলে এম এন রায়ই করেছেন এবং পাণ্ডিত্যের গভীরতার দিক থেকে তাঁর মধ্যেই এ সম্ভাবনা সবচাইতে বেশি ছিল। প্রথম জীবনে এম এন রায় সম্পর্কে তাঁর আকর্ষণ গড়ে উঠলেও পরবর্তীকালে আদর্শের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আচরণের অসংগতি লক্ষ্য করে তা চলে যায়। মনে আছে, এম এন রায় প্রসঙ্গে কথা উঠলে তিনি বলতেন, হ্যাঁ, কমিউনিস্ট তো বটে, কিন্তু কেমন জীবনযাপন করে ! এই জায়গাটায় তাঁর মূল্যবোধের সুরটা খুব উঁচু পর্দায় বাঁধা ছিল এবং কোন সময়েই এই জায়গাটা ধরতে তিনি ভুল করেননি।

জীবনে আচরণের ক্ষেত্রে দুমুখো নীতিকে তিনি ভয়ানক ঘৃণা করতেন। আমাদের দেশের তথাকথিত কমিউনিস্ট নেতাদের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলতেন, "তাঁদের মধ্যে এমন অনেক নেতা আছেন যাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি আছে, বাড়ি আছে, নিজস্ব গাড়ি আছে এবং দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য পোষাক পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও বিলাতে যাবার এবং টি-পার্টিতে যোগ দেবার জন্য বাড়িতে তুলে রাখা আলাদা পোষাক আছে। অথচ, তাঁরা সাধারণ মানুষ বা শ্রমিক-চাষির কাছে যাবেন সাধারণ পোষাক পরে, যেন কত বড় ত্যাগী পুরুষ।" বলতেন, "এ ভাবে বুর্জোয়া 'হিপোক্রিট'দের মত মজুরদের কাছে ব্যক্তিগত জীবনকে আড়াল করে রেখে মহাত্যাগী পুরুষ সেজে যাওয়ার অর্থ কি? এ তো মজুর ঠকানো। এ তো দেশের মানুষকে ঠকানো।"

এই কারণেই দেশের বিপ্লবী কর্মীদের, মজুরদের তিনি বারবার বলেছেন, "এই বিপ্লবী তত্ত্ব তাদের কাছ থেকেই শিখতে হবে, যারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নীতি অনুযায়ী ব্যক্তিগত জীবনকে পরিচালিত করবার চেষ্টা করছে, সংগ্রাম চালাচ্ছে এবং সফল হয়েছে। যারা ব্যক্তিগত জীবনে আচার, রুচি, অভ্যাসে আজও বুর্জোয়া সংস্কৃতির 'ভিকটিম' তাদের কাছ থেকে আপনারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিখবেন না। কারণ, তারা মার্কসবাদের নামে যা শেখায়, তা আসলে ভুল শেখায়। রাজনৈতিক বুকনির বাইরে ব্যক্তিগত আচরণের ক্ষেত্রে যা ইচ্ছে যারা করে বেড়ায়, সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে যেমন নেতার, যেমন কর্মীর যা ইচ্ছে যাদের ব্যাখ্যা থাকে, তেমন করে একটা পেটিবুর্জোয়া পার্টির চলতে পারে, মার্কসবাদী পার্টির এভাবে চলার রীতিও না এবং চলতে

পারেও না এবং যে পার্টি মার্কসবাদের নামে এমনভাবে আচরণ করে, বুঝতে হবে সে পার্টি আসলে মার্কসবাদের তক্‌মা এঁটে একটা পেটিবুর্জোয়া পার্টি।"

তাঁর এই উপলব্ধির তৎকালীন কাঠামোর ভিত্তিতে আর এস পি'র মধ্যে গোড়াতেই এই প্রশ্নটা তিনি তুললেন এবং বললেন যে, এই নতুন পার্টি গঠনের সংগ্রামে যাঁরা এগিয়ে আসবেন, তাদের নিজেদের সর্বপ্রথম মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শের ভিত্তিতে ও পদ্ধতিতে জীবনের সর্বদিক পরিব্যাপ্ত করে কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। এর কারণ হিসাবে তিনি বললেন, আমরা সকলেই যারা এই পার্টিটা গঠনে এগিয়ে এসেছি, এতদিন স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে আমরা প্রত্যেকেই জাতীয়তাবাদী, পেটিবুর্জোয়া ভাবধারার দ্বারা পরিচালিত হয়েছি এবং তার ভিত্তিতেই আমাদের চিন্তাপদ্ধতি, আমাদের রুচি-সংস্কৃতির ধারণা এবং মানসিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। এই অবস্থায় মার্কসবাদ ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের ভাবধারার ভিত্তিতে ও পদ্ধতিতে আজ এই নতুন পার্টিকে গড়ে তুলতে হলে আমাদের প্রথমে কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাপদ্ধতি এবং মানসিক কাঠামোটি গড়ে তুলতে হবে। নাহলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা বলা সত্ত্বেও এবং হাজার সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পুরানো পেটিবুর্জোয়া চিন্তাপদ্ধতি ও ভাবধারা আমাদের মধ্যে থেকে যাওয়ার ফলে অন্যান্য মার্কসবাদী নামধারী দলগুলি ঐতিহাসিকভাবে যেরূপ পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর দলে পরিণত হয়েছে, আমাদের ক্ষেত্রেও তা-ই অবশ্যম্ভাবীরূপে ঘটতে বাধ্য। তাঁর এই উপলব্ধির ভিত্তিতে তিনি তাঁর পুরানো নেতাদেরও শ্রদ্ধার সাথেই বললেন, আপনাদের উন্নত চরিত্রের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে এবং অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনে এসেছি। আপনাদের আমি মনেপ্রাণে গভীর শ্রদ্ধা করি, এবং আমৃত্যু আপনাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অবিচল থাকবে। কিন্তু সর্বহারাশ্রেণীর সত্যিকারের যে বিপ্লবী দল গঠনে আমরা ব্রতী হয়েছি, তাতে আসতে হলে আপনাদেরও এই সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে এবং এই সংগ্রামে উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়েই এই দলে নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা আপনারা অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

এই বিপ্লবী চিন্তাধারার ভিত্তিতেই জেলের অভ্যন্তরে সত্যিকারের একটি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল গঠনের প্রাথমিক প্রস্তুতি গড়ে তোলার কঠোর এবং নিরলস সংগ্রাম তিনি শুরু করলেন। দিবারাত্র সে যে কী কঠোর পরিশ্রম, তা যারা নিজের চোখে না দেখেছে তাদের পক্ষে বিশ্বাস করাই দুরূহ। দিনের পর দিন অন্যেরা খেয়ে বিশ্রাম করেছে, তাঁর ভাত শুকিয়ে নষ্ট হয়েছে। রাতের পর রাত বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন। তাঁর জামাকাপড় যদি অন্যেরা ঠিক করে রেখেছে তাহলে থেকেছে, নাহলে থাকেনি। এসব বিষয়ে তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপই ছিল না। প্রখর মেধাবী ছাত্র হিসাবে তাঁর খুব সুনাম ছিল বলে সকলে তাঁকে পরীক্ষা দিতে বারবার অনুরোধ করেছে, নেতারা বলেছেন — জেলে কত রাজনৈতিক বন্দী পড়াশুনা করে পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রিও নিয়েছে — কিন্তু বিপ্লব এবং সর্বহারাশ্রেণীর দল গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কোন চিন্তাই তাঁর মনে স্থান করতে পারেনি। একাগ্রচিত্তে শুধু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল গঠনের স্থির লক্ষ্যকে সামনে রেখে সচেতনভাবে কঠোর সংগ্রাম তিনি করে গিয়েছেন।

জেল থেকে ১৯৪৫ সালে মুক্ত হওয়ার পরেও সর্বহারাশ্রেণীর সত্যিকারের বিপ্লবী দল গঠনের এই একটিমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখেই নিরবচ্ছিন্ন সচেতন সংগ্রাম তিনি চালাতে থাকলেন। কিন্তু, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুযায়ী সর্বব্যাপক তত্ত্বগত ও আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে কর্মী ও সভ্যদের মধ্যে জীবনের সমস্ত দিককে ব্যাপ্ত করে uniformity of thinking, one process of thinking, oneness in approach এবং singleness of purpose গড়ে তোলার দ্বারা আর এস পি'কে একটি সত্যিকারের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিতে রূপ দেওয়ার যে সংগ্রাম তিনি শুরু করেছিলেন, সামগ্রিকভাবে আর এস পি-তে সেটা গড়ে উঠল না। কিন্তু, জেলের অভ্যন্তরে এবং বাইরে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার পথে আদর্শগত কেন্দ্রিকতা গড়ে তোলার এই প্রক্রিয়ায় একদল 'প্রফেশ্যনাল রেভোলিউশ্যনারি' সৃষ্টি করার যে সংগ্রাম তিনি শুরু করেছিলেন তার মধ্য দিয়ে কিছু সচেতন বিপ্লবী কর্মী তিনি পেলেন এবং তাদের নিয়ে এই সংগ্রামের ধারাবাহিকতাতেই আর এস পি'র সাথে ছেদ ঘটিয়ে এস ইউ সি আই-এর জন্ম দিলেন।

এবার শুরু হ'ল আর এক ভয়াবহ কঠোর সংগ্রামের অধ্যায়। সেদিন চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে মাত্র কয়েকজন বিপ্লবী সহকর্মী নিয়ে যে অকল্পনীয় সংগ্রাম পরিচালনা করে এস ইউ সি আই-কে গড়ে তুলতে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন, আজকের অবস্থায় তা অবিশ্বাস্য মনে হবে এবং দুনিয়ার কোন কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে সম্ভবত তার কোন নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঘর নেই, আশ্রয় নেই, খাওয়ার সংস্থান নেই, গায়ে দেওয়ার জামা-কাপড় নেই, যাতায়াতের পয়সা নেই, পরিচিত পরিবেশ নেই, সমাজে পরিচিতি নেই, উৎসাহ দেবার কেউ নেই, শুধু আছে নতুন করে সর্বহারাশ্রেণীর একটি সঠিক বিপ্লবী দল গড়ে তোলার সুদৃঢ় প্রত্যয়, আর তার ভিত্তিতে অনমনীয় একটা সংকল্প। আর আছে নিষ্ঠাবান মুষ্টিমেয় তাঁরই মত সহায়সম্বলহীন, অখ্যাত, অজ্ঞাত কয়েকজন সহকর্মী। বিশাল ভারতবর্ষ এবং সীমাহীন প্রতিকূল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নগণ্য এই শক্তি এবং সম্বল নিয়ে বিপ্লবী দল গড়ে তোলা এবং তার ভিত্তিতে ভারতবর্ষে বিপ্লব সফল করার এই প্রচেষ্টাকে সেদিন সকলে উপহাস করেছে, বিদ্রূপ করেছে, তাকে পাগল বলে উপেক্ষা করেছে।

দেশে তখন সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি অবস্থান করছে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বের স্বীকৃতি নিয়ে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সমস্ত গৌরব তারাই এদেশে ভোগ করছে। ফলে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের দ্বারা যারাই তখন আকৃষ্ট হয়েছে, তারা

দলে দলে কমিউনিস্ট পার্টিতে ভিড় করেছে। তাছাড়া নেতাজী সুভাষ বসু সৃষ্ট সর্বভারতীয় ফরোয়ার্ড ব্লক আছে। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে পরিচয় দেয় এবং দল হিসাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে সৃষ্ট অনুশীলন সমিতির সমস্ত সমর্থন নিয়ে আরএসপি আছে, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৎকালীন ভাবমূর্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত আর সি পি আই আছে, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ঐতিহ্য-বহনকারী ডেমোক্র্যাটিক ভ্যানগার্ড আছে, পোর্ট শ্রমিক ইউনিয়নের বিপুল শক্তি নিয়ে বলশেভিক পার্টি আছে। এদের প্রত্যেকেই তখন এক একটি শক্তিশালী পার্টি। এইসব কিছুর বিরুদ্ধে একুশ বছরের এক সহায় সম্বলহীন যুবকের পক্ষে, সঙ্গে নামহীন, ঘরছাড়া ঐ বয়সেরই কিছু সঙ্গী নিয়ে, নতুন করে সর্বহারাশ্রেণীর একটি বিপ্লবী দল গড়ে তোলা সম্ভব বলে কারোর পক্ষে কল্পনায় আনাও অসম্ভব ছিল।

কিন্তু, তাঁর চরিত্রের এমন একটা সুদৃঢ় বিপ্লবী বৈশিষ্ট্য ছিল, যে বিষয় তিনি একবার সত্য বলে বুঝতেন তাকে বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিই তাঁকে নিরস্ত করতে পারত না। বরং পরিস্থিতি যত প্রতিকূল হত, তিনি তত দৃঢ়চেতা হতেন। সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে একটা সুদৃঢ় চ্যালেঞ্জ নিয়ে দলটা গঠনের জন্য তিনি এগিয়ে গেলেন। বলতেন, "আমি রাস্তায় মরব, মনে করব বিপ্লবের জন্য এটাই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যখন মরব, মাথা উঁচু করে মরব।" পরবর্তী জীবনে তিনি কতদিন কর্মীদের বলেছেন, বিপ্লবের প্রয়োজনোপলব্ধি আমাকে যা করতে বলেছে, তা পারবনা — একথা আমি ভাবতে পারিনি। পারবনা — ভাবতে লজ্জায় আমার মাথা নিচু হয়ে গেছে। দিনের পর দিন খাওয়া জোটেনি। দক্ষিণ কলকাতার একটা স্বল্প পরিসর ঘরে তখন সকলে মিলে থাকতেন এবং এইখানেই প্রথম দলের কমিউনের জন্ম দিলেন। সকলে মিলে চাটাই পেতে শুতেন, কোনদিন কিছু সংগ্রহ করতে পারলে মাটির হাঁড়িতে রান্না করে মাটির পাত্রে শুধু নুন দিয়ে শুক্‌নো ভাত খেতেন, জামাকাপড় পরস্পর ভাগাভাগি করে পরতেন, আর দলটা গড়ে তোলার জন্য চব্বিশ ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রম করতেন।

কিন্তু, এ নিয়ে তাঁর মধ্যে কোন ত্যাগের মানসিকতা ছিলনা। বলতেন, "বিপ্লবের থেকে বড় সম্পদ, বিপ্লবী জীবনের থেকে বড় জীবন বিপ্লবীর আর কিছু নেই। তাই বিপ্লবের প্রয়োজনে বিপ্লবী জীবনকে গ্রহণ করতে গিয়ে কোন কিছু ছেড়ে আসাকেই সে ত্যাগ বলে মনে করেনা — এমনকি তার নিজের জীবনও নয়।" তিনি তাঁর একটা লেখায় নিজেই বলেছেন, "... গোড়াতে যখন আমরা দল গড়ার কাজ শুরু করেছি, যখন সমর্থনে বিশেষ লোকজন ছিলনা, এমনকি মাথা গোঁজার মত একটা ঘরও জোগাড় করে উঠতে পারিনি, যখন না খেয়ে দিনের পর দিন একটা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে আমাদের একটিনতুন পার্টি গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে, এ নিয়ে সেদিন কিন্তু আমাদের মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। আমরা কত বছর মাদুরে শুয়েছি, কত শীত-গ্রীষ্ম আমাদের এভাবে কেটেছে। আমাদের তখনকার বন্ধুরা আজও তার সাক্ষ্য বহন করবে। তারা দেখেছে, তখনও আমাদের মনে কোন আক্ষেপ ছিলনা। আমরা কতদিন খাইনি, তা নিয়ে আমরা কারোর কাছে কিছু বলতেও লজ্জাবোধ করতাম। কারণ, মনে হত খাওয়া জোগাড় করতে পারিনি, সমর্থক নেই, পাঁচটা পয়সা চাঁদা তুলতে পারিনি, লোকে দেয়নি — এটা আমাদেরই অক্ষমতা। এটার মধ্যে আবার গর্ব করে বলার কি আছে, ত্যাগের কি মাহাত্ম্য আছে? এ বলতেই আমরা লজ্জাবোধ করতাম।" বিপ্লবী রুচি এবং সংস্কৃতির কাঠামোটি এমনি উন্নত রূপ নিয়েই তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল।

তাঁর অসাধারণ জ্ঞান এবং চরিত্র, চুম্বকের মত যা মানুষকে আকর্ষণ করত তার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্ররা পর্যন্ত পরবর্তীকালে তাঁর আলোচনা শুনবার জন্য দলে দলে ছুটে আসতেন। কিন্তু, এই অবস্থাও যখন সৃষ্টি হয়নি, একেবারে প্রাথমিক স্তরে, কোথাও কেউ নতুন করে এই বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছে খবর পেলে তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠত, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটতেন, দরকার হ'লে মাইলের পর মাইল হাঁটতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করতেন। এইভাবে কল্পনাতীত পরিশ্রম করে দলের আদর্শ বুঝিয়ে একজন একজন করে কর্মী তিনি সংগ্রহ করেছেন। তখনকার পরিস্থিতিতে একজন কর্মী সংগ্রহ করাই কী কঠিন ছিল ! প্রথমত বোঝাতে হত, কেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদই সমস্ত প্রকার শোষণ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ, তারপর বোঝাতে হত, কেন আমাদের দেশে কমিউনিস্ট পার্টি একটি সত্যিকারের সাম্যবাদী দল হিসাবে গড়ে ওঠেনি — তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যা বোঝানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল — এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝাতে হত কেন নতুন করে সত্যিকারের সর্বহারাশ্রেণীর একটি বিপ্লবী দল গড়ে তোলা ছাড়া শোষণ মুক্তির অন্য কোন পথ খোলা নেই। তারপরেও কঠিন ছিল যে কর্মীটিকে একবার বোঝানো হল, বিপ্লবী উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁকে প্রতিমুহূর্তে অবিচল ও আস্থাশীল রাখা। কারণ, সেদিন এই পার্টির কোন সামাজিক স্বীকৃতি ছিল না, দেশের মধ্যে পরিচিতি ছিলনা, লোকে চেনে এমন কোন নেতা ছিল না, এই পার্টি করলে চারদিক থেকে শুধু বিদ্রূপ আর উপেক্ষা ছাড়া আর কিছু পাওয়ার ছিলনা। ফলে, যারা সেদিন এই দল করতে এসেছে, তাদের মধ্যে নতুন করে সর্বহারাশ্রেণীর দল গঠনের উদ্দেশ্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা বজায় রাখা যে কী কঠিন ছিল, তা আজ কারোর পক্ষে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য।

লোক পরিচিতি নেই, অর্থ নেই, সহানুভূতি নেই, প্রচারযন্ত্রের ব্যাকিং নেই, আছে শুধু চতুর্দিকে ঠাট্টা, বিদ্রূপ, কুৎসা, অপপ্রচার ও নানা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। এইরকম চরম প্রতিকূল পরিস্থিতি, আপাত অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ, চারিদিকের উপেক্ষা ও বিদ্রূপ কর্মীদের মনকে সেদিন বারবার বিচলিত করেছে, নতুন করে দল গড়ে তোলার সম্ভাবনা সম্পর্কে তাদের মনকে সংশয়াকুল করেছে। বারবার তাঁরা ছুটে এসে প্রশ্ন করেছেন — এ কি সম্ভব? তিনি কর্মীদের বলতেন, "তাহলে কি করব? হয় এসব ছেড়ে

দিয়ে চাকরি করতে হবে, মানে গোলামি করতে হবে, গতানুগতিক জীবনযাপন করতে হবে। আর না হয়, যে দলটাকে ভুল মনে করি, সেই সি পি আই করতে হবে। এর মানে হচ্ছে, নিজের বিবেক বিক্রি করতে হবে। এ আমি পারব না। যদি কিছু নাও করতে পারি, অন্তত একটা ইঁট গেঁথে দিয়ে যাব — তার ওপরে পরে এসে অন্যেরা কিছু করবে।" আর বলতেন, "শয়নে-স্বপনে থাকা খাওয়ায় সব সময়ে আমার বেঁচে থাকার একটিই মানে, আমি বিপ্লবী হিসাবে বেঁচে আছি। (I exist as a revolutionary)।" এইভাবে প্রতিমুহূর্তে তাদের মধ্যে তিনি বিপ্লবী জীবনের মূল্যবোধের ধারণা দিয়েছেন, বিপ্লবী চরিত্রের বলিষ্ঠতা দিয়েছেন এবং বিপ্লবী উদ্দেশ্যের প্রতি তাদের আনুগত্যকে অবিচল রেখেছেন।

সেদিন এইভাবে কঠোর সংগ্রাম করে এদেশে সর্বহারাশ্রেণীর সত্যিকারের বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই-এর যে ভিত্তি তিনি স্থাপনা করেছিলেন, আটাশ বছর ধরে সমস্ত প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটার পর একটা ইঁট গেঁথে গেঁথে তার ওপর তিনি ইমারত সৃষ্টি করে গিয়েছেন। আর দিয়ে গিয়েছেন ভারতবর্ষের সর্বহারাশ্রেণীর হাতে তাদের সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তির অভ্রান্ত ও বিজ্ঞানসম্মত পথনির্দেশ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সর্বব্যাপক কর্মসূচি। দিয়ে গিয়েছেন জ্ঞানজগতের সমস্ত শাখা ব্যাপ্ত করে আজকের যুগে সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রাম পরিচালনার পক্ষে উপযুক্ত অপর্যাপ্ত জ্ঞানভাণ্ডার এবং সর্বহারা সংস্কৃতির সর্বোন্নত ধারণা। তিনি সঠিকভাবেই ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে কিছু ব্যক্তি একটি পার্টি গড়ে তুললেই তা সর্বহারাশ্রেণীর দল হতে পারেনা, যদি না সর্বহারাশ্রেণীর দল গড়ে তোলার সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি গোড়া থেকেই অনুসরণ করা যায়। এই উপলব্ধির ভিত্তিতে তিনি গোড়া থেকেই সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের উপযুক্ত উন্নত নীতিনৈতিকতা, জীবনবোধের সংগ্রামটি পরিচালনা করে এই পার্টিটিকে অতি সযত্নে গড়ে তুলেছেন। 'যে শ্রমিকরা দুনিয়াকে পরিবর্তন করবে, আগে তাদের নিজেদের জীবনকে পরিবর্তিত করতে হবে' — মার্কস-এর এই শিক্ষার ভিত্তিতে তিনি এই মূল মন্ত্র নিয়ে এগিয়েছিলেন যে যারা এই পার্টিটা গঠন করতে এগিয়ে আসবে এবং নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করবে সর্বপ্রথম তাদের কমিউনিস্টচরিত্র অর্জনের যৌথ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। তিনি বলেছেন, "জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা বর্তমান সমাজে যে ন্যায়নীতিবোধ, কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ বা যে মূল্যবোধ-এর দ্বারা আজও পরিচালিত হই, মনে রাখতে হবে, সে সবগুলোই বুর্জোয়া মূল্যবোধের ধারণা এবং এই মূল্যবোধগুলোর পরিবর্তে কমিউনিস্ট মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য প্রতিনিয়ত সচেতন সংগ্রাম — বুর্জোয়াশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে সর্বহারাশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি, যাকে আমরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বা মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলি, তা গড়ে তোলার বিরামহীন সঠিক সচেতন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কেবলমাত্র আমরা নিজেদের কমিউনিস্ট হিসাবে গড়ে তুলতে পারি।

বর্তমানের ক্ষয়িষ্ণু চরম প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবাদের যুগে কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের এক সম্পূর্ণ নতুন ও অত্যন্ত উন্নত মান তিনি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, "এতদিন প্রোলেটারিয়ান বিপ্লবী রাজনীতিতে যে নৈতিকতার মান কাজ করেছে, তা হচ্ছে, বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের কাছে ব্যক্তিস্বার্থকে গৌণ করে দেখা।" তার পরিবর্তে, তিনিই ইতিহাসে প্রথম দেখালেন, এ যুগে উন্নততর কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জন করতে হলে "ব্যক্তিসত্তাকে নিঃসংশয়ে, বিনাদ্বিধায়, হাসিমুখে, নিঃশর্তে শ্রমিকশ্রেণী, বিপ্লব ও দলের সাথে একাত্ম করে দিতে হবে।" তিনি নিজেই এই উন্নততর চরিত্রের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও বিপ্লবী জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিলনা। বিপ্লবের সাথে, বিপ্লবী আন্দোলন ও দলের সাথে তাঁর জীবন এক হয়ে গিয়েছিল। পার্টি গঠনের শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি নেতা ও কর্মীদের সাথে একত্রে জীবনযাপন করে যৌথভাবে এই সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেও যেমন উন্নত আদর্শ, বলিষ্ঠ বিপ্লবী চরিত্রের অধিকারী হয়েছেন, তেমনি সাথে সাথে এই সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবেই একদল নেতা ও কর্মীকে উন্নত বিপ্লবী চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তোলেন। এই কারণেই বড় বড় ডিগ্রি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, ভাল লিখতে পারা, বক্তৃতা করা — এগুলোর কোনটার ওপরেই এ পার্টিতে নেতা ও কর্মীর যোগ্যতা নির্ধারিত হয়না — নিরবচ্ছিন্ন সচেতন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে যতখানি পরিমাণে ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের মিলন ঘটাতে, অর্থাৎ বিপ্লব ও বিপ্লবী দলের সাথে ব্যক্তিস্বার্থের মিলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন, ততখানি পরিমাণে পরীক্ষিত বলিষ্ঠ বিপ্লবী চরিত্র সম্পন্ন কর্মী ও নেতারূপে পার্টিতে বিবেচিত হয়েছেন। এই যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াটি তিনি পার্টির মধ্যে জন্ম দিয়েছিলেন, এই প্রক্রিয়াটির ভিত্তিতেই এই পার্টিটি গড়ে উঠেছে এবং এই প্রক্রিয়াটি আজও পার্টির মধ্যে কাজ করে চলেছে। এই পথেই উন্নত বিপ্লবী রুচি ও সংস্কৃতির অধিকারী হওয়ার দ্বারা দলের অভ্যন্তরে স্তরে স্তরে যোগ্য নেতৃত্বের জন্ম হচ্ছে — যাদের মধ্যে 'দলই জীবন, বিপ্লবই জীবন' এই চেতনা মূর্ত হয়ে উঠছে। এটাই হল সঠিক সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দলের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ বা প্রাণশক্তি।

সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনে সমর্পিত প্রাণ এই মহান বিপ্লবী তাঁর আজীবন সংগ্রামলব্ধ অভিজ্ঞতা ও সত্যোপলব্ধির সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে এইভাবে নিজের হাতে সৃষ্টি করে গিয়েছেন ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনার পক্ষে উপযুক্ত একদল 'প্রফেশ্যনাল রেভোলিউশ্যনারি' এবং বিপ্লবের অবশ্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার সর্বহারাশ্রেণীর সত্যিকারের বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই, যার কর্মক্ষেত্র আজ কমবেশি সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী বিস্তৃত। সর্বহারার মহান বিপ্লবী নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে তাই ক্রমাগত অনুশীলন করা এবং তাঁর নিজের হাতে সৃষ্ট সর্বহারাশ্রেণীর একমাত্র বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই-কে

বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবার পক্ষে উপযুক্ত করে শক্তিশালী করার মধ্যেই এদেশের সর্বহারাশ্রেণীর সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তির প্রশ্নটি নিহিত রয়েছে। তাঁর শিক্ষা এবং চিন্তার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন ও নিরন্তর থাকবেন এবং তাঁর নাম প্রোজ্জ্বল আলোক-বর্তিকা ও জীবন্ত প্রেরণার উৎস হিসাবে আমাদের মধ্যে নিয়ত বিরাজ করবে।

আজ এই গভীর শোকের মুহূর্তে প্রয়াত মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ জানিয়ে আমরা শপথ করছি, আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের — দল, শ্রেণী ও বিপ্লবের সাথে নিজের সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে দেওয়ার — অনন্যসাধারণ বিপ্লবী চরিত্রের মহান দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে আমরা বিপ্লবী সংগ্রামে নিজেদের আরও বেশি করে নিয়োজিত করব এবং মহান নেতা, শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষের নিজের হাতে গড়া পার্টিটির সাথে উত্তরোত্তর নিজেদের সত্তাকে বিলীন করার সংগ্রামে এগিয়ে আসব।

আমরা শপথ করছি, তাঁর শিক্ষাকে অনুসরণ করে শোষিত জনসাধারণের বিপ্লবী সংগ্রামগুলি সংগঠিত করার সাথে সাথে সর্বহারার উন্নত রুচি ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে আমরা উন্নত থেকে উন্নততর বিপ্লবী চরিত্র অর্জনের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম প্রতিমুহূর্তে চালিয়ে যাব এবং সমগ্র জীবনব্যাপী সংগ্রামলব্ধ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সর্বহারাশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনে যে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার তিনি রেখে গিয়েছেন, গভীরভাবে সেগুলি বারবার অনুশীলনের দ্বারা সেই জ্ঞানের উপলব্ধিকে আমাদের মধ্যে ক্রমাগত উন্নত করব।

আমরা শপথ করছি, তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ভারতবর্ষের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই-কে ক্রমাগত শক্তিশালী করে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি সংগ্রামকে চূড়ান্ত বিজয়ের পথে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব এবং তাঁর প্রদর্শিত পথে দলের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত যৌথ নেতৃত্ব ও সর্বহারা গণতন্ত্রকে চোখের মণির মত রক্ষা করব।

আমরা শপথ করছি, ভারতবর্ষের শোষিত মানুষের সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তির অভ্রান্ত পথনির্দেশ হিসাবে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যে সুনির্দিষ্ট ও সর্বব্যাপক কর্মসূচি তিনি দিয়ে গিয়েছেন, আমরা আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তাকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যাব।

আমরা শপথ করছি, তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী সর্বপ্রকার শোধনবাদ, সংস্কারবাদ ও সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির বিভিন্ন ধারার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম পরিচালনা করে সর্বহারাশ্রেণীর মূল বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনকে আমরা সর্বদাই ঊর্ধ্বে তুলে ধরে রাখব এবং মার্কসবাদের বিপ্লবী প্রাণসত্তাকে রক্ষা করার কর্তব্য থেকে আমরা কখনও বিচ্যুত হবনা।

আমরা শপথ করছি, মানবতার ঘৃণ্যতম শত্রু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যে সঠিক পথনির্দেশ তিনি করে গিয়েছেন, আমরা সেই পথে জনতাকে সংঘবদ্ধ করে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

আমরা শপথ করছি, এই বিরাট ক্ষতির মুহূর্তে তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমরা আমাদের হৃদয়ের গভীর বেদনাকে সুদৃঢ় সঙ্কল্প, সাহস এবং বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখীনতায় রূপান্তরিত করব এবং 'এক মানুষে'র মত দাঁড়িয়ে তাঁর অভাব পূরণের কঠোর সংগ্রামে ব্রতী হব।

আমরা শপথ করছি, তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত আমরা অসংখ্য বিপ্লবী কর্মী আমাদের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে বিপ্লব এবং সর্বহারা আন্তর্জাতিকবাদের মহান পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে রাখব।

সর্বহারার মহান নেতা
কমরেড শিবদাস ঘোষ লাল সেলাম